শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মহামন্ত্র

'মহামন্ত্র'-সেবা-সম্বন্ধে সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরহরির আচার-
প্রচার-শিক্ষা তথা শাস্ত্র ও প্রাচীন
সদাচার-সম্মত সিদ্ধান্ত

Vrindavan Das
Govind Kund, Vrindavan
Nityananda Baba Ashram

শ্রীমন্মহন্মুখবিগলিত-সিদ্ধান্তামৃতাবশেষ-কণিকাবলম্বনে
শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপালবপ্রার্থী
পতিতাধমাধম

শ্রীসুন্দরানন্দ-দাস-কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসর

৩০ গোবিন্দ, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৬০ (৪৬১ আরম্ভ) ;

২৩ ফাল্গুন, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ ; ৭ মার্চ্চ, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ঢাকা, মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ এ

শ্রীমদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মহামন্ত্র

মন্ত্র ও মহামন্ত্র

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক শ্রীকৃষ্ণ-নাম-বিশেষকে 'মহামন্ত্র'-নামে অভিহিত করিয়াছেন—

"আপনে সবারে প্রভু করে' উপদেশে।
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে— ॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥'
প্রভু বলে',—'কহিলাঙ এই **মহামন্ত্র**।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া **নির্ব্বন্ধ** ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল', ইথে **বিধি নাহি আর** ॥"

(চৈ ভা ম ২৩।৭৫-৭৮.)

সাধারণতঃ বীজপরিপুটিত, 'নমস্'-শব্দাদি-দ্বারা অলঙ্কৃত ঋষি-ছন্দো-দেবতাবিশিষ্ট, 'চতুর্থী'-বিভক্তি-যুক্ত ভগবন্নামাত্মক ও শ্রীভগবৎসম্বন্ধ-বিশেষ-প্রতিপাদক যে পদ ঋষিগণের দ্বারা আহিতশক্তি হইয়া শ্রৌত-গুরুপরম্পরায় অবতীর্ণ হন, তাহাই 'মন্ত্র'রূপে কথিত; কিন্তু কলিযুগ-

পাবনাবতারীর দ্বারা 'মহামন্ত্র'-নামে উক্ত 'সম্বোধনাত্মক' বোলনাম কেবল 'মন্ত্র' নহেন,—এই বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপনার্থ 'মন্ত্র'-শব্দের পূর্ব্বে 'মহৎ'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

মহামন্ত্রদাতা ও মহামন্ত্ররূপী শ্রীগৌরহরি

মহামন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রের অংশী। মহামন্ত্র স্বয়ং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীশ্রীরাধামাধবমিলিততনু শ্রীগৌরহরি স্বয়ং সেই বিপ্রলম্ভভাববিভূষিত সম্বোধনাত্মক শ্রীশ্রীহরাকৃষ্ণের নামযুগল-পরিপুটিত মহামন্ত্র ভক্তগণকে উপদেশ-প্রদানের লীলা করিয়া আপনাকে আপনি বিতরণ করিয়াছেন। এইরূপ অনর্পিতচরী করুণা ত্রিজগতে সুদুর্লভ।

অংশী ও অংশতত্ত্ব

মহামন্ত্রের মধ্যে মন্ত্রত্ব ত' অন্তর্ভুক্ত আছেই, তদ্ব্যতীত সর্ব্বমন্ত্রসার নামের ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্ত্রের সংসার-মোচকত্ব-শক্তি অর্থাৎ তারকত্ব এবং নামের প্রেমদাতৃত্ব-শক্তি অর্থাৎ পারকত্ব সমগ্রভাবে ও যুগপৎ মহামন্ত্রে বিরাজমান। অংশীর মধ্যে অংশ নিত্য অন্তর্ভুক্ত।

মহামন্ত্র কি মন্ত্রবৎ অপ্রকাশ্য ?

মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে সাধারণ্যে কীর্ত্তনীয় বা অপরের নিকট প্রকাশ্য নহেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র অপরের নিকট প্রকাশ করিলে অনন্তনিরয়গামী ও অপরাধী হইতে হয়। তবে কি মহামন্ত্র-সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা হইবে ? মহামন্ত্র কি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত বা অপরের শ্রবণগোচরী-ভূত হইবে না ? মন্ত্রের ন্যায় কি মহামন্ত্রে কোনপ্রকার বিধিবাধ্যতা নাই অর্থাৎ মন্ত্র যেরূপ (১) শ্রৌত-শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রোতব্য, (২) অপরের

নিকট অপ্রকাশ্য, (৩) কেবল জপ্য, উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় বা গানযোগ্য নহেন, (৪) সংখ্যাতভাবে গ্রহীতব্য *—এই সকল কোন বিধিই কি ঔদার্য্যবিগ্রহ 'মহামন্ত্রে' প্রযোজ্য নহে ?

প্রমাণ

এসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে স্বয়ং কলিযুগপাবনাবতারী ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দ, যথা—শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দ ও অন্যান্য শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দের আচরণ ও শিক্ষা তথা শাস্ত্রপ্রমাণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

শ্রীগৌরহরির আচরণময়ী শিক্ষা

শ্রীগুরুদেব অপরের শ্রুতির অগোচরে শিষ্যের কর্ণে 'মন্ত্র'-উপদেশ করেন এবং সেই মন্ত্র অপরের নিকট অপ্রকাশ্য,—ইহাও বলিয়া দেন †। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণকে যে 'মহামন্ত্র' উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা কি অপরের শ্রুতির অগোচর করিয়া কেবলমাত্র

---

* শিষ্যত্বাভিলাষী ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেব নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা করাইবার পর তবে মন্ত্রোপদেশ করেন,—

"সংখ্যাং বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্রপ্রকাশনম্।"

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২।১১৭)

অর্থাৎ সংখ্যা ব্যতীত কখনও মন্ত্র জপ করিতে পারিবে না এবং কাহারও নিকট মন্ত্র প্রকাশ করিতে পারিবে না।

† "স্বমন্ত্রো নোপদেষ্টব্যো বক্তব্যশ্চ ন সংসদি।
গোপনীয়ং তথা শাস্ত্রং রক্ষণীয়ং শরীরবৎ॥"

(ঐ ২।১৩৬ সংখ্যাধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বাক্য)

অর্থাৎ শিষ্য স্বীয় গুরূপদিষ্ট মন্ত্র কাহাকেও উপদেশ দিবেন না এবং জনসমক্ষে প্রকাশও করিবেন না ; শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত কিংবা পূজাদিবিষয়ক গ্রন্থ গোপনে রাখিবেন এবং নিজ দেহবৎ উহা রক্ষা করিবেন।

নির্দ্দিষ্ট ভক্তের কর্ণে বলিয়াছিলেন, না বহু ভক্তের সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ দিয়াছিলেন ? 'মন্ত্রে'র ন্যায় ইহা অপরের নিকট অপ্রকাশ্য বা মনে মনে জপ্য, ইহা কি শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়া দিয়াছিলেন, অথবা ইহা **সর্ব্বক্ষণ বলিবার** জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন? লোকশিক্ষকলীল শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ ও শিক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহামন্ত্র অপর বিষ্ণু-মন্ত্রের ন্যায় কেবলমাত্র জপ্য নহেন, তাহা উচ্চৈঃস্বরেও কীর্ত্তনীয়। ইহা যে কষ্ট-কল্পনা নহে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ আচরণের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পরে তাহা বিবৃত হইবে।

অসংখ্যাত কীর্ত্তন

এখন একটী সন্দেহ এই যে, 'মন্ত্রে'র ন্যায় 'মহামন্ত্র' যখন কেবল জপ্য নহে, উচ্চৈঃস্বরেও কীর্ত্তনীয়, তখন কি 'মন্ত্রে' যেরূপ সংখ্যা রাখিবার অপরিহার্য্য বিধি আছে, 'মহামন্ত্রে'ও কি সেইরূপ কোন বিধি নাই? কারণ, শ্রীপ্রভুর উপদেশে স্পষ্টই শ্রুত হয়,—

"সর্ব্বক্ষণ বল', ইথে **বিধি নাহি আর** ॥"

অর্থাৎ মহামন্ত্র সর্ব্বক্ষণ বল—কীর্ত্তন কর, ইহাতে অন্য কোন বিধি নাই অর্থাৎ কীর্ত্তন করাই একমাত্র বিধি, ইহাতে অন্য কোন বিধির অবকাশ নাই।

ইহাই কি প্রভু-বাক্যের তাৎপর্য্য ? শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তিগুলি পুনরায় উদ্ধার করিয়া প্রভু-বাক্যের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করা যাউক,—

"প্রভু বলে',—**'কহিলাঙ** এই **মহামন্ত্র**।
ইহা **জপ'** গিয়া সবে করিয়া **নির্ব্বন্ধ** ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল', ইথে **বিধি নাহি আর** ॥"

(চৈ ভা ম ২৩।৭৭-৭৮)

উপরি-উক্ত প্রভু-বাক্যের চারিটী চরণের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি করিলে ইহাই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হয় যে, নির্ব্বন্ধসহকারে অর্থাৎ নিয়মিতভাবে 'সংখ্যা' রাখিয়া 'জপ' ও 'সর্ব্বক্ষণ বলা' অর্থাৎ কীর্ত্তন করাই 'মহামন্ত্র'-গ্রহণের একমাত্র বিধি, তদ্ভিন্ন আর অর্থাৎ দ্বিতীয় বিধি ইহাতে নাই। এতদ্ব্যতীত অন্য অর্থ করিলে পূর্ব্বাপর বাক্যের সঙ্গতি হয় না। যদি 'সর্ব্বক্ষণ বলা' অর্থাৎ কীর্ত্তন করা ব্যতীত মহামন্ত্র-গ্রহণের আর কোন বিধি নাই বা নির্ব্বন্ধ-সহকারে অর্থাৎ সংখ্যাতভাবে গ্রহণের কোন বিধিই নাই,—এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বপয়ারের চরণে যে নির্ব্বন্ধ করিয়া জপের বিধি আছে, তাহা নিরর্থক হয়। সুতরাং পূর্ব্ব পয়ারের চরণে যে নির্ব্বন্ধ-সহকারে 'মহামন্ত্র'-গ্রহণের বিধি, তদ্ব্যতীত অন্য কোন দ্বিতীয় বিধি অর্থাৎ অন্যান্য 'মন্ত্র'-জপের ন্যায় (যাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৭শ বিলাসের জপসংখ্যা-নিয়ম-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে) কোন নির্দ্দিষ্ট কালাকালাদি বা দীক্ষা-পুরশ্চরণাদির বিধি নাই, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে; ইহা সর্ব্বক্ষণ বলিবার আদেশের মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—'প্রভু-বাক্যের অন্য অর্থও ত' করা যায়,—মহামন্ত্র-জপকালে নির্ব্বন্ধসহকারে অর্থাৎ সংখ্যা রাখিয়া জপ করিতে হইবে, আর সর্ব্বক্ষণ বলিবার অর্থাৎ কীর্ত্তন করিবার সময় কোন বিধির অপেক্ষা থাকিবে না অর্থাৎ জপ করিবার সময় মাত্র সংখ্যাতভাবে জপ করিবার বিধি, সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিবার কালে সংখ্যা রাখিবার আবশ্যকতা বা কোন প্রকার বিধি থাকিবে না।'

এই অর্থ গ্রহণ করিলে সর্ব্বক্ষণ মহামন্ত্র-কীর্ত্তনকারী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনামাচার্য্য তথা অন্যান্য শ্রীগৌরপার্ষদবর্গের আচরণময়ী শিক্ষা নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইহা স্থানান্তরে বিশদভাবে বিবৃত হইবে।

এখানে একটী প্রশ্ন হইতে পারে,—যখন 'মহামন্ত্র' সর্ব্বক্ষণ বলিবার, কহিবার বা কীর্ত্তন করিবার বিধি রহিয়াছে, তখন কি বাদ্যাদি-যোগেও তাহা গীত হইতে পারেন ?*

বাদ্যাদিযোগে কীর্ত্তন

'মহামন্ত্র' বাদ্যাদি-যোগে গীত হইলে যদি তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট একমাত্র বিধি যে নির্ব্বন্ধ-সহকারে অর্থাৎ 'সংখ্যা' রাখিয়া নাম-কীর্ত্তন, উহার বাধা হয়, তবে 'মহামন্ত্র' কিরূপে গীত-বাদ্যাদি-যোগে কীর্ত্তিত হইবেন ? শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং এবং ভক্তগণের সহিত গীত-বাদ্যাদিযোগে যে-সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ও বর্ণন 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে', 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে', শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায়, 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে', শ্রীগোস্বামিগণের স্তবাদিতে দৃষ্ট ও শ্রুত হয়, তাহাতে কোথায়ও গীত-বাদ্যযোগে অসংখ্যাতভাবে 'মহামন্ত্র'-সংকীর্ত্তনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না ; তবে যদি কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'মহামন্ত্র'-উপদেশ-লীলাত্মক শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-ধৃত পদ গীতবাদ্য-যোগে কীর্ত্তন করেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার অন্তর্গতরূপেই সেই 'মহামন্ত্র' অসংখ্যাতভাবে কীর্ত্তিত হইতে পারে ; কিন্তু তাহা কেবল মহামন্ত্রের অনুশীলন নহে ; কারণ, 'মহামন্ত্র'-জপে বা কীর্ত্তনে 'অসকৃৎ'-আবৃত্তির উপদেশ আছে এবং সেই 'অসকৃৎ' (বহুবার)-আবৃত্তির মধ্যেই সংখ্যা রাখিবার বিধি আছে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণের দ্বারা যে আচরণ করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়,—

> "প্রভু বলে',—'জান' 'লক্ষেশ্বর' বলি কা'রে ?
> প্রতিদিন **লক্ষ-নাম** যে গ্রহণ করে' ॥"
>
> (চৈ ভা অ ৯।১২১)

মহামন্ত্র

"প্রভু কহে,—'বৃদ্ধ হইলা '**সংখ্যা**' অল্প কর'।'
সিদ্ধদেহ তুমি, সাধনে আগ্রহ কেনে কর'?'
*　　*　　*　　*
এবে **অল্প সংখ্যা** করি' কর' সঙ্কীর্ত্তন ॥"

(চৈ চ অ ১১।২৪, ২৬)

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"হাসিয়া কহিলা প্রভু ভক্ত সভাকারে।
'এই মোর হরিনাম দেহ' ঘরে ঘরে ॥
নবদ্বীপে বাল-বৃদ্ধ বৈসে যত জন।
চণ্ডাল, দুর্গতি আর সজ্জন-দুর্জ্জন ॥
সভারে **শিখাও** হরিনাম **গ্রন্থি করি'**।
অনায়াসে সব লোক যাউ ভব তরি' ॥'

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, মধ্য, ১১৮ পৃঃ, গৌড়ীয়-সং ৫২-৫৪)

মহামন্ত্ররূপী শ্রীগৌরহরির আচরণ

স্বয়ং শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরসুন্দর নিজে আচরণ করিয়া জীবকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করা যাউক। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু তাঁহার 'স্তবমালা'য় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

"**হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ** স্ফুরিতরসনো **নামগণনা-**
কৃতগ্রন্থিশ্রেণীসুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥"

(শ্রীচৈতন্যাষ্টক, ১ম অষ্টক, ৫ম শ্লোক)

শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

"হরে কৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীকগ্রহণম্। **ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশ-দক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন** স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ; **নাম্নামুচ্চারিতানাং গণনায়ৈ কৃতা যা গ্রন্থিশ্রেণী,** তয়া সুভগং সুন্দরং কটিসূত্রম্, তেন তদঞ্চলেনোজ্জ্বলঃ করো বামহস্তো যস্য সঃ।"

উচ্চৈঃস্বরে 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি মহামন্ত্রগ্রহণে যাঁহার রসনা নৃত্যরত, যাঁহার বামহস্ত উচ্চারিত নামসমূহের সংখ্যারক্ষণার্থ রচিত গ্রন্থিশ্রেণীতে বিভূষিত কটিসূত্রদ্বারা সমুজ্জ্বল, যাঁহার নয়নযুগল আয়ত এবং যাঁহার ভুজযুগল সুদীর্ঘ অর্গলযুগলের বিলাসে বিভূষিত অর্থাৎ অর্গলযুগলের ন্যায় সুদীর্ঘ, সেই শ্রীচৈতন্যদেব পুনরায়ও আমার দৃষ্টিমার্গ প্রাপ্ত হইবেন কি?

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর উক্ত শ্লোক হইতে অতি স্পষ্টভাবায় প্রমাণিত হইতেছে যে, লোকশিক্ষক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু উচ্চৈঃস্বরে ও নির্ব্বন্ধ-সহকারে অর্থাৎ সংখ্যাতভাবে ষোলনাম-বত্রিশাক্ষর-মহামন্ত্র-উচ্চকীর্ত্তনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ ও শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর লিখিত অনুশাসন অপেক্ষা আর অধিক শ্রেষ্ঠ প্রমাণ কি হইতে পারে?

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণেও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের উচ্চৈঃস্বরে ষোলনাম-বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্র-গ্রহণের শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥"

ইহার টীকায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিয়াছেন,—

"তেন **দ্বাত্রিংশদক্ষরো নামমন্ত্রো বোধ্যতে।** তদাহ্বয়াঃ—কৃষ্ণনামানি।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত শ্রীহরির সম্বোধক 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক নামমন্ত্র জগজ্জনকে প্রেমপ্রবাহে নিমজ্জন করিতে করিতে সর্ব্বোৎকর্ষে অবস্থান করুন।

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর এই উক্তির দ্বারাও শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উচ্চৈঃস্বরে জগন্মঙ্গল শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেন, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। 'আহ্বান' উচ্চৈঃস্বরেই হয় এবং উচ্চৈঃস্বরে না হইলে জগজ্জীবের শ্রুতি-গোচরও হইতে পারে না। তাই শ্রীরূপের অনুগবর শ্রীল রঘুনাথদাসও শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়ীয়গণের প্রতি সংখ্যাত-ভাবে 'মহামন্ত্র'-কীর্ত্তনের উপদেশের কথা ঐরূপে স্পষ্টভাষায় গান করিয়াছেন,—

"নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরে কৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ?"

(স্তবাবলী—শ্রীচৈতন্যাষ্টক, ৫ম শ্লোক)

যে প্রভু জগতে এই গৌড়ীয়গণকে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া "হে গৌড়ীয়গণ! সংখ্যা-নির্ণয়সহকারে 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদিরূপ মহামন্ত্র কীর্ত্তন কর",—পিতার ন্যায় তাঁহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা উপদেশ করিয়া-ছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন পুনরায় আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন কি?

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ সংখ্যাপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনকারী শ্রীগৌরহরির নাম উল্লেখ করিয়া জগজ্জীবের প্রতি আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

"বধ্নন্ প্রেমভরপ্রকম্পিতকরো **গ্রন্থীন্ কটীডোরকৈঃ**
সংখ্যাতুং নিজলোকমঙ্গল-**হরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং জপন্।**
অশ্রুস্নাতমুখঃ স্বমেব হি জগন্নাথং দিদৃক্ষুর্গতা-
য়াতৈর্গৌরতনুর্বিলোচনমুদং তন্বন্ হরিঃ পাতু বঃ॥"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৩।১৬)

স্বীয় অখিললোকমঙ্গল 'হরে কৃষ্ণ'-নাম জপ করিতে করিতে এবং নামসংখ্যা-রক্ষার জন্য স্বীয় কটীসূত্রে গ্রন্থি দিতে দিতে প্রেমাতিশয্যবশতঃ যাঁহার করযুগল কম্পিত হইতেছে, যিনি আপনারই অভিন্নরূপ শ্রীজগন্নাথ-দেবের দর্শন-লালসায় অশ্রুস্নাতমুখে গমনাগমন করিয়া লোক-লোচনানন্দ বিস্তার করিতেছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীহরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে সংখ্যাত-মহামন্ত্র-জপকারিরূপে বন্দনা করিয়াছেন,—

"জয় নবদ্বীপ-নবপ্রদীপ,-প্রভাবঃ পাষণ্ডগজৈকসিংহঃ।
স্বনামসংখ্যাজপসূত্রধারী, চৈতন্যচন্দ্রো ভগবান্মুরারিঃ॥"

(চৈ ভা ম ৫।১)

যিনি নবদ্বীপের নবীন প্রদীপস্বরূপ, যিনি পাষণ্ডরূপ কুঞ্জরগণের দমনে অদ্বিতীয় সিংহসদৃশ এবং যিনি 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি নিজনামসমূহের জপ-সংখ্যা-রক্ষার নিমিত্ত সংখ্যানির্ণায়ক গ্রন্থিবিশিষ্ট সূত্র ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-নামক ভগবান্ শ্রীমুরারি জয়যুক্ত হউন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সর্ব্বক্ষণ সংখ্যা-নাম গ্রহণ করিতেন, তাহা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা-বর্ণনকালে বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"যবে চলে **সংখ্যা-নাম** করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥
সংখ্যা-নাম লইতে যে-স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন **সংখ্যা-নাম**।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন?
পুনঃ সেই **সংখ্যা-নাম** সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে, সে-ই জন পায় রক্ষা॥"

(চৈ ভা অ ৮।১৫৭-৬২)

সংখ্যাত-ভাবে সর্ব্বক্ষণ মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের আদর্শলীলা-প্রকটকারী শিক্ষাগুরু শ্রীগৌর-নারায়ণের শিক্ষা গ্রহণ না করিলে যে জীবের রক্ষা নাই, ইহা শ্রীচৈতন্যলীলার শ্রীব্যাস বজ্রনির্ঘোষে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পর্য্যটন-কালেও নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেন। যখন শ্রীমহাপ্রভু একাকী দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু অনেক চেষ্টা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস বিপ্রকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রদান করিবার যুক্তি জ্ঞাপন-প্রসঙ্গে বলিলেন,—

"তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম-গণনে।
জলপাত্র-বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে?"

(চৈ চ ম ৭।৩৭)

যখন শ্রীবল্লভ-ভট্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে শ্রীমদ্ভাগবতের স্ব-রচিত-টীকা শ্রবণ করাইবার জন্য তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীবল্লভ-ভট্টকে বলিলেন,—

"* * ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী॥
বসি' কৃষ্ণনাম-মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা-নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি-দিনে॥"

(চৈ চ অ ৭।৭৮-৭৯)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতার আচরণ

এই ত' গেল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংখ্যাত-ভাবে মহামন্ত্র-কীর্ত্তন ও জপের আদর্শ ও শিক্ষা। শ্রীশ্রীগৌরশক্তি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী জগৎকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাও আমরা 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' ও 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই,—

"হরিনাম-সংখ্যা-পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয়॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৪।৫০)

"ঈশ্বরীর নামগ্রহণ শুন ভাই সব।
যে কথা-শ্রবণে লীলার হয় অনুভব॥
নবীন মৃদ্ভাজন আনি' দুই পাশে ধরি'।
এক শূন্যপাত্র, আর পাত্রে তণ্ডুল ভরি॥

একবার জপে ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর।
এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ-অন্তর ॥
তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত লয়েন হরিনাম।
তা'তে যে তণ্ডুল হয়, লৈয়া পাকে যান ॥
সেই সে তণ্ডুল মাত্র রন্ধন করিয়া।
ভক্ষণ করান প্রভুকে অশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥"

(প্রেমবিলাস, ৪র্থ বি)

শ্রীনামাচার্য্যের আচরণ

এই গেল পরমেশ্বরী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীর আচরণ। এখন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার যে শক্তি-দ্বারা জগতে শ্রীহরিনামের মহিমা ও শ্রীহরিনামের কীর্ত্তন-বিধি জগৎকে শিক্ষাদানের জন্য শ্রীনামাচার্য্যরূপে জগতে প্রকট করিয়াছিলেন, সেই শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আচরণে আমরা কি পাই ?—

"হরিদাস-ঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত ॥"

(চৈ চ আ ১০।৪৩)

"নির্জ্জন-বনে কুটীর করি' তুলসী-সেবন।
রাত্রি-দিনে তিন লক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥"

(চৈ চ অ ৩।৯৯)

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যাকে বলিয়াছিলেন,—

"**কোটিনামগ্রহণ-যজ্ঞ** করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি' শেষে ॥"

(চৈ চ অ ৩।১২৩)

শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস সংখ্যা রাখিয়া শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, এই কথা যেরূপ একদিকে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বাক্যে জানিতে পারা যায়, আবার অপর দিকে তিনি উচ্চৈঃস্বরে সেই নির্ব্বন্ধিত নাম কীর্ত্তন করিতেন, তাহাও জানা যায়,—

"একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন **উচ্চ করিয়া** ॥"

(চৈ চ অ ৩।২২৭)

ঠাকুর শ্রীহরিদাসের এই উচ্চনাম-সংকীর্ত্তন করিবার সময় জীবমোহিনী মায়া যখন শ্রীনামাচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইল, তখন শ্রীনামাচার্য্য মায়াকে বলিলেন,—

"সংখ্যা-নাম-সঙ্কীর্ত্তন এই 'মহাযজ্ঞ' মন্যে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে ॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে, হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥
দ্বারে বসি' **শুন তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।**
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু তব প্রীতি-আচরণ ॥
এত বলি' করেন তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সেই **নারী** বসি' **করে' শ্রীনাম শ্রবণ ॥"**

(চৈ চ অ ৩।২৩৮-৪১)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে হরিনদী-গ্রামের এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ শ্রীল হরিদাসের উচ্চ নাম-কীর্ত্তন শুনিয়া অসহিষ্ণু হইয়া শ্রীনামাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,— "হরিনাম মনে মনে জপ করাই শাস্ত্রের আদেশ; উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-গ্রহণের কথা কোন শাস্ত্রে নাই। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের বিচারসভা আহ্বান করিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মত খণ্ডন করা হইবে।" উত্তরে

শ্রীনামাচার্য্য শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া জপ হইতেও হরিনাম-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ড ১৬শ অধ্যায়ের শেষভাগে বর্ণিত আছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্যত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

"হরিদাস ঠাকুর—মহাভাগবত-প্রধান।
প্রতিদিন লয় তেঁহ **তিনলক্ষ** নাম॥"

(চৈ চ অ ৭।৪৬)

শ্রীনামাচার্য্য তাঁহার নির্যাণ-লীলার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বা আমরা কি শিক্ষা পাই?—

"দেখে,—হরিদাস ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছেন **সংখ্যা-সংকীর্ত্তন**॥
গোবিন্দ কহে,—'উঠ, আসি' করহ ভোজন।'
হরিদাস কহে,—'আজি করিমু লঙ্ঘন॥
সংখ্যা-কীর্ত্তন পূরে নাহি, কেমতে খাইমু?
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমতে উপেক্ষিমু?"

(চৈ চ অ ১১।১৭-১৯)

"প্রভু কহে,—'কোন্ ব্যাধি, কহ ত' নির্ণয়?
তেঁহো কহে,—'**সংখ্যা-কীর্ত্তন** না পূরয়॥"

(চৈ চ অ ১১।২৩)

শ্রীনামাচার্য্যের এই সকল আচরণ ও বাণী অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, তিনি সংখ্যা রাখিয়াই, মহামন্ত্র গ্রহণ করিতেন, কখনও অসংখ্যাত নাম জপ বা কীর্ত্তন করিতেন না।

বন্ধনদশাগ্রস্ত শ্রীগোপীনাথের আচরণ

শ্রীরায়-রামানন্দের ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক শ্রীপ্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র (বড়জেনা)-কর্তৃক প্রাণদণ্ডার্থ বন্ধনদশাগ্রস্ত হইয়া হত্যামঞ্চে নীত হইবার কালেও সংখ্যা রাখিয়া মহামন্ত্র জপ করিয়াছিলেন,—

"গোপীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম।
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম ॥
সংখ্যা লাগি' দুই-হাতে অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে, অঙ্গে কাটে রেখা ॥"
শুনি' মহাপ্রভু হইলা পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা-ছন্দবন্ধ ?"

(চৈ চ অ ৯।৫৬-৫৮)

রাজদ্বারে নীত হইয়াও শ্রীগোপীনাথ সংখ্যা-নাম পরিত্যাগ করেন নাই। তখন সঙ্গে শ্রীতুলসীর মালিকা রাখিবার সুযোগ না থাকিলেও করে ও অঙ্গে সংখ্যা রাখিয়াছিলেন। এই সকল উদাহরণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, **মহামন্ত্রকীর্ত্তনকারীর পক্ষে সর্ব্বকালে ও সর্ব্বাবস্থায় সংখ্যা রাখা অপরিহার্য্য। মহামন্ত্র-গ্রহণের স্থান-কালের বিচার নাই বটে, কিন্তু একমাত্র অপরিহার্য্য বিধি এই যে, সংখ্যাপূর্ব্বক নাম-গ্রহণ—তাহা পালন করিতেই হইবে।**

শ্রীল রঘুনাথের আচরণ

শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে কে দৈনিক ভজনকৃত্যের কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বর্ণন করিয়াছেন,

তাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায়,—শ্রীল রঘুনাথ নির্ব্বন্ধ-সহকারে লক্ষনাম গ্রহণ করিতেন,—

"সহস্র দণ্ডবৎ করে', লয় **লক্ষ নাম**।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥"

(চৈ চ আ ১০।৯৯)

ষড় গোস্বামীর আচরণ

শ্রীল-শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু-কৃত 'ষড় গোস্বাম্যষ্টকে' শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথযুগল-শ্রীশ্রীজীব-শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামি-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দের নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীহরিনামগ্রহণের আদর্শের কথা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে,—

"**সংখ্যাপূর্ব্বকনামগান**নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহারবিহারকাদিবিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণগুণস্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ॥"

(শ্রীষড় গোস্বাম্যষ্টক—৬)

এইস্থানে 'সংখ্যাপূর্ব্বক-নামগান'-শব্দের দ্বারা মহামন্ত্রের কেবলমাত্র জপকালেই সংখ্যা রাখিতে হয়,—এই মতবাদও নিরস্ত হইয়াছে। 'গান' অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনাদির সময়ও ষড় গোস্বামী সংখ্যা রাখিয়া মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীজীবপ্রভুর শিক্ষাশিষ্যত্রয়ের আচরণ

শ্রীল-গোস্বামিবর্গের অনুগত মধ্যযুগীয় আচার্য্যগণ, যথা শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু—সকলেই সংখ্যাত-

মহামন্ত্র গ্রহণ করিতেন ; যথা—শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-সম্বন্ধে শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীযদুনন্দনদাস প্রভু 'কর্ণানন্দে' লিখিয়াছেন,—

"**সংখ্যা করি' হরিনাম লয়** প্রহরেক।
গ্রন্থ-দরশনে যায় আর প্রহরেক ॥"

(কর্ণানন্দ, বহরমপুর সং, ১ম নির্যাস, ৪ পৃষ্ঠা)

'প্রেমবিলাসে' শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মহামন্ত্রযাজনের প্রণালী এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"হরিনামে নরোত্তমের এক বৎসর গেল।
তদবধি সে সাধন রাত্রিদিন কৈল ॥
দুই লক্ষ নাম-সাধন নিভৃতে বসিয়া।
সংখ্যা-নাম লয় বসি' রাত্রিতে জাগিয়া ॥

* * *

নরোত্তম **লক্ষ-নাম** লয় সংখ্যা করি'।
নাম লৈলে গৌরাঙ্গের সর্ব্বশক্তি ধরি ॥"

(প্রেমবিলাস, বহরমপুর সং, ১১শ বি, ১১৮, ১২৮ পৃঃ)

"যখন অবসর, তখন লয়েন হরিনাম।
এই মত **লক্ষ-সংখ্যা** আছয়ে প্রমাণ ॥"

(ঐ—১৭শ বি)

'শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশে' শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"**লক্ষ-নাম** রাত্রি-দিনে করয়ে সাধন।
গোবিন্দ-দর্শনে আর সাধু দরশন ॥"

(২য় দঃ)

শিষ্যপারম্পর্য্যে আচরণ

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু শ্রীবীরহাম্বীরকে মন্ত্র ও মহামন্ত্রের কিরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে কহিলেন যাহা, তাহা সূচাইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রদীক্ষা দিলা হর্ষ হঞা॥
শ্রীকাম-গায়ত্রী-অর্থ যত্নে শুনাইলা।
হরিনাম-জপের নির্ব্বন্ধ করাইলা॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৯।২৬২-৬৩)

শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর অন্যান্য শিষ্যগণ কিরূপভাবে মহামন্ত্রের কীর্ত্তন করিতেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীযদুনন্দনদাস 'কর্ণানন্দে' এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"রামকৃষ্ণ চট্টরাজ প্রভুর এক শাখা।
তাহার মহিমা-গুণ কি করিব লেখা॥
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম।
সংখ্যা করি' জপে' নাম সদা অবিশ্রাম॥

* * *

তবে সেই কলানিধি চট্টরাজ-নাম।
সদা হরিনাম জপে' এই তা'র কাম॥
প্রভু কহে,—তুমি চৈতন্যের প্রিয়তম।
লক্ষনাম জপ' তুমি করিয়া নিয়ম॥

* * *

কাঞ্চনগড়িয়া-গ্রামে প্রভুর ভক্তগণ।
একেক লক্ষ হরিনাম করেন নিয়ম॥
দিবসে না লয় নাম রাত্রিকালে বসি'।
কেশে ডোরে চালে বান্ধি' লয় নাম হাসি'॥

তাঁহার* ঘরণী সুচরিতা বুদ্ধিমন্তা।
শ্রীঈশ্বরীর কৃপাপাত্রী অতি সুচরিতা ॥
লক্ষ হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ।
ক্ষণে ক্ষণে মহাপ্রভুর চরিত্র কথন্ ॥

* * *

কর্ণপূর কবিরাজে প্রভু দয়া কৈলা।

* * *

লক্ষ হরিনাম যেঁহো করেন গ্রহণ ॥

* * *

শ্রীবংশীদাস ঠাকুর যেই মহাশয়।
প্রভুর প্রিয় শাখা হয় মধুর আশয় ॥
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম।
সংখ্যা করি' জপে' নাম সদা অবিশ্রাম ॥

* * *

রামচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভুর সেবক।
তা'র যত শিষ্যগণ কহিব কতেক ॥
লক্ষ হরিনাম জপে' সংখ্যা করিয়া।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কথা কহে আস্বাদিয়া ॥

* * *

প্রভুর কৃপাপাত্র এক চট্ট কৃষ্ণদাস।
লক্ষ হরিনাম জপে', নামেই বিশ্বাস ॥

* * *

প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীমথুরাদাস।
হরিনাম জপে' সদা পরম উল্লাস ॥

---

* গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর।

তথায় শ্রীআত্মারাম প্রভুর প্রিয়দাস।
সদা হরিনাম জপে' সংসারে উদাস ॥

*　　*　　*

শ্রীদুর্গাদাস-নাম প্রভুর নিজ দাস।
সদা হরিনাম জপে' অন্তরে উল্লাস ॥

*　　*　　*

আর এক সেবক শ্রীগোকুলানন্দদাস।
সদা হরিনাম জপে', নামেতে বিশ্বাস ॥

*　　*　　*

তথাতে করিলা দয়া বল্লবী কবিপতি।
পদাশ্রয় পাইয়া যিঁহো হইলা সুকৃতী ॥
হরিনাম জপে' সদা করিয়া নিয়ম।
লক্ষ হরিনাম বিনা না করে' ভোজন ॥

*　　*　　*

তবে প্রভু কৃপা কৈলা নিমাই কবিরাজে।
রূপ কবিরাজের ভ্রাতা খ্যাত জগ-মাঝে ॥
লক্ষ হরিনাম জপে' সংখ্যা যে করিয়া।
সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে' সুখাবিষ্ট হইয়া ॥

*　　*　　*

তা'র পর কৃপা কৈল শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী।
পদাশ্রয় পাইয়া যিঁহো হইলা কৃতকীর্ত্তি ॥
লক্ষ হরিনাম লয়', নামেতে বিশ্বাস।
বড়ই রসিক তিঁহো, সংসারে উদাস ॥

শ্রীশ্যামসুন্দরদাস সরল ব্রাহ্মণ।
লক্ষ হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ॥
প্রেমী হরিরাম আর মুক্তারাম দাস।
প্রভুপদে নিষ্ঠা সদা, অন্তর উল্লাস॥
সবে মিলি' একত্রেতে করেন ভোজন।
লক্ষ হরিনাম সবে করেন গ্রহণ॥"

(কর্ণানন্দ, বহরমপুর সং, ১ম নির্যাস ১০-২৪ পৃঃ)

শ্রীশ্রীজগাই-মাধাইর আচরণ

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের কৃপা পাইবার পর শ্রীশ্রীজগাই-মাধাই নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণ করিতেন, তাহা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"জগাই-মাধাই দুই চৈতন্য-কৃপায়।
পরম ধাম্মিকরূপে বসে নদীয়ায়॥
উষঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে॥"

(চৈ ভা ম ১৫।৪-৫)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীঅঙ্গস্থ অলঙ্কার-অপহরণেচ্ছু দস্যুসেনাপতি যখন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপায় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর উপদেশানুসারে দস্যুগণসহ দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সদাচার-পরায়ণ হইয়া সংখ্যাপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—

"ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি' অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু-ব্যবহার॥

সবেই লয়েন **হরিনাম লক্ষ লক্ষ** ।
সবে হইলেন বিষ্ণুভক্তি-যোগে দক্ষ ॥"

(চৈ ভা অ ৫।৬৯৭-৯৮)

শ্রীনামাচার্য্যের শিষ্যের আচরণ

শ্রীরামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যা শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের শরণাপন্ন হইবার পর ঠাকুরের আদেশে সংখ্যাপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেন,—

"মাথা মুড়ি' একবস্ত্রে রহিল সেই ঘরে।
রাত্রি-দিনে **তিন লক্ষ নাম** গ্রহণ করে' ॥"

(চৈ চ অ ৩।১৩৯)

তপনমিশ্রের প্রতি প্রভূপদেশ

শ্রীতপন-মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু মিশ্রকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন,—

"রাত্রি-দিন নাম লয় **খাইতে শুইতে**।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥

*　　　*　　　*

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র ॥

সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হ'বে।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥"

(চৈ ভা আ ১৪।১৪০, ১৪৩-৪৭)

পূর্ব্বপক্ষ

এই স্থানে 'খাইতে শুইতে রাত্রিদিন নাম-গ্রহণ' কখনই সংখ্যা-পূর্ব্বক হইতে পারে না। ভোজনের সময় দক্ষিণ-হস্তের ক্রিয়া চলিতে থাকে। সুতরাং তখন সেই হস্তের দ্বারা সংখ্যা রাখা সম্ভবপর হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বলিতে শৌচাদি-গমনকালও 'সদা'-শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখনই বা কিরূপে সংখ্যা রাখা সম্ভবপর হইতে পারে? অথচ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৬৩ অনুচ্ছেদে) শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও 'শ্রীভগবন্নামকৌমুদী' ও 'সহস্রনাম'-ভাষ্য-ধৃত বাক্য এবং জনৈক ক্ষত্রবন্ধুর প্রতি ব্রাহ্মণের উপদেশের মধ্যে উত্থান, নিদ্রা, প্রস্থান ভাবী গমন-প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রস্খলনাদি যে-কোন অবস্থায় শ্রীগোবিন্দ-নাম উচ্চারণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, যথা—

"উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা।
গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুত্তৃট্প্রস্খলিতাদিষু॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৬৩ অনুচ্ছেদধৃত শ্রীবিষ্ণুধর্ম্ম-বাক্য)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভের এই শাস্ত্রীয় উক্তির সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর "রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে" (চৈ ভা আ ১৪।১৪০) এবং "খাইতে শুইতে যথাতথা নাম লয়। কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥" (চৈ চ অ ২০।১৮)—এই উক্তির সঙ্গতি করিলে শ্রীভগবানের নাম সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে গ্রহণ করিবার শাস্ত্রোপদেশ ও প্রভুপদেশ পাওয়া যায়। কিন্তু এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনের উপদেশের অব্যবহিত

পরেই শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরাণের 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্" শ্লোক এবং উহার অব্যবহিত পরেই ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর-মহামন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐরূপ উক্তির ভঙ্গীর দ্বারা মহামন্ত্রই 'খাইতে শুইতে' সংখ্যাত-অসংখ্যাত যে-কোনভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

সিদ্ধান্ত

যাঁহারা এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্বকপোল-কল্পিত না হইয়া পড়ে, এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণের তথা শাস্ত্রের উপদেশ ও সদাচারের সহিত সঙ্গতি করিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক নহে কি? 'শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন' কথাটী শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শ্রীভগবন্নাম-সাধারণ'রূপেই উপদেশ করিয়াছেন; তাহা 'কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র-বিশেষ' এইরূপ কল্পনা করিলে প্রভুর অন্যান্য উপদেশ ও আচরণের সহিত সঙ্গতি হয় না। শ্রীবাণীনাথ দণ্ডার্থ নীত হইয়াও সংখ্যা রাখিয়াই শ্রীহরিনাম করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মের যে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও শ্রীগোবিন্দ-নাম-কীর্ত্তনের কথা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং "খাইতে শুইতে যথা-তথা নাম" গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া যে অসংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে,—এইরূপ উপদেশ শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদান করেন নাই; তিনি সর্ব্বদাই মহামন্ত্রের মন্ত্রত্বের একটী বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছেন।

মহামন্ত্র ও শ্রীনাম-কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য

মহামন্ত্র ও শ্রীনামের কীর্ত্তন-প্রণালীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে (মধ্য ২৩।৭৬-৯২ সংখ্যায়) শ্রীমহামন্ত্র ও শ্রীনাম-কীর্ত্তনের উপদেশ একসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণনাম—মহামন্ত্র শুনহ হরিষে।"

(চৈ ভা ম ২৩।৭৫)—ইহা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র বলিলেন। এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই আবার উপদেশ করিলেন,—

"দশ-পাঁচ মিলি' নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'
সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা'-সবাকারে।
স্ত্রী-পুত্রে-বাপে মিলি' কর' গিয়া ঘরে॥"

* * *

"এই মত নগরে নগরে সংকীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥
সবারে উঠিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে'।
আপন গলার মালা দেয় সবাকারে॥
দন্তে তৃণ করি' প্রভু পরিহার করে'।
অহর্নিশ ভাই সব, ভজহ কৃষ্ণেরে॥'
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্ব-জন।
কায়-মনো-বাক্যে লইলেন সংকীর্ত্তন॥
পরম আহ্লাদে সব নগরিয়াগণ।
হাতে তালি দিয়া বলে 'রাম নারায়ণ'॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ আছে সর্ব্ব ঘরে।
দুর্গোৎসব-কালে বাদ্য বাজাবার তরে॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন-সময়ে।
গায়েন বায়েন সবে সন্তোষ-হৃদয়ে॥

'হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম'।
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম-নাম॥"

(চৈ ভা ম ২৩।৭৭-৮১, ৮৫-৯২)

কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত মহামন্ত্র-উপদেশমূলক পয়ারের সঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের উপদেশমূলক পরবর্ত্তী পয়ারের যোজনা করিয়া মহামন্ত্রও অসংখ্যাতভাবে সংকীর্ত্তিত ও গীত হইতে পারেন,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু 'হরয়ে নমঃ' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিবার পরেই "সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা-সবাকারে।"—এইরূপ স্পষ্ট ভাষায় কোন্‌টী সংকীর্ত্তন, তাহা বর্ণন করিয়াছেন। সেই সংকীর্ত্তনই স্ত্রী-পুত্র-বাপে মিলিয়া করিবার উপদেশ এবং নগরে নগরে স্বয়ং করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খাদি সর্ব্ব বাদ্যযোগে "হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম।" (চৈ ভা ম ২৩।৯২)—এই ব্রহ্ম-নামই নগর-সংকীর্ত্তনরূপে গীত হইয়াছিল, মহামন্ত্র গীত হইবার কথা নাই। সেই 'ব্রহ্ম-নাম' 'তারকব্রহ্ম-নাম' অর্থাৎ মহামন্ত্র নহেন। নগরে সংকীর্ত্তিত ব্রহ্মনাম ও তারকব্রহ্ম-নামের স্বরূপের মধ্যে জড়ভেদ না থাকিলেও লীলাগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-সকল মুখ্য নামের বা শ্রীকৃষ্ণনামের সংকীর্ত্তন অন্যত্রও শিক্ষা দিয়াছেন এবং নিজ লীলার মধ্যে স্বয়ং বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইবে।

প্রভুপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন

ছাত্রগণ শ্রীনিমাই পণ্ডিতকে সংকীর্ত্তনের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনিমাই ছাত্রদিগকে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের পদ ও সংকীর্ত্তন-রীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন,—

"শিষ্যগণ বলেন,—**'কেমন সংকীর্ত্তন ?'**
আপনে শিখায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে' শিষ্যগণ লৈয়া ॥"

(চৈ ভা ম ১।৪০৬-৮)

শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রতিনিশায় এবং শ্রীহরিবাসরে উষঃকাল হইতে অহোরাত্র ভক্তগোষ্ঠী-সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিতেন। সেই সংকীর্ত্তন কিরূপ, তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী-তনয় শ্রীনারায়ণীনন্দন শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

"শ্রীহরিবাসরে হরি-কীর্ত্তন-বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল **কীর্ত্তন-ধ্বনি 'গোপাল গোবিন্দ'** ॥

* * *

শুনহ চল্লিশ পদ প্রভুর কীর্ত্তন।
যে বিকারে নাচে প্রভু জগত-জীবন ॥
চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি, শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে।
বিহ্বল হইলা সব পারিষদ-সঙ্গে ॥"

(চৈ ভা ম ৮।১৩৮-৩৯, ১৪৫-৪৬)

সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে কিরূপ নাম-সংকীর্ত্তন হইত, তৎসম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন আরও লিখিয়াছেন,—

"জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।"
অহর্নিশ গায় সবে হই' কুতুহলী॥
অহর্নিশ ভক্ত-সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কারো, সবে সত্ত্ব-কলেবর॥
বৎসরেক নাম-মাত্র, কত যুগ গেল।
চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল॥
যেন মহা-রাসক্রীড়া কত যুগ গেল।
তিলার্দ্ধেক-হেন সব গোপিকা মানিল॥"

(চৈ ভা ম ৮।২৭৬-৭৯)

শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর নিশাকীর্ত্তনের আরও বর্ণন দৃষ্ট হয়,—

"হরিবোল' বলি' উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি' সব গায় অনুচর॥
অদ্বৈত-আচার্য্য মহা-আনন্দে বিহ্বল।
মহা-মত্ত হই' নাচে পাসরি' সকল॥

* * *

'জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী।
অহর্নিশ গায় সবে হই' কুতুহলী॥'
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পরম বিহ্বল।
তথাপি চৈতন্য-নৃত্যে পরম কুশল॥"

(চৈ ভা ম ১৬।৯৭-৯৮, ১০০-১০১)

নগর-সংকীর্ত্তনে শ্রীনামকীর্ত্তন

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে নগর-সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেও আমরা দেখিয়াছি,—

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।'
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥'
সংকীর্ত্তন কহিলুঁ এ তোমা' সবাকারে।
স্ত্রী-পুত্রে বাপে মিলি' কর' গিয়া ঘরে ॥

* * *

এই মত নগরে নগরে সংকীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন ॥"

(চৈ ভা ম ২৩।৮০-৮১, ৮৫)

"পরম-আহ্লাদে সব নগরিয়া-গণ।
হাতে তালি দিয়া বলে **'রাম নারায়ণ'**।
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে।
দুর্গোৎসব-কালে বাদ্য বাজা'বার তরে ॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন-সময়ে।
গায়েন বা'য়েন সবে সন্তোষ-হৃদয়ে ॥
'হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম।'
এই মত নগরে উঠিল **ব্রহ্ম-নাম** ॥"

(চৈ ভা ম ২৩।৮৯-৯২)

বিধর্ম্মী কাজি শ্রীনবদ্বীপের নাগরিকগণের কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিলে কাজির পক্ষ সমর্থন করিয়া পাষণ্ডী হিন্দুগণ বলিয়াছিল,—"হরিনাম মনে মনে গ্রহণ করিবার কথাই শাস্ত্রে আছে।" (চৈ ভা ম ২৩।১১০-১৪)

সংকীর্ত্তনে ঐরূপ বিঘ্নের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজি-দলনার্থ উদ্যোগী হইয়া নগর-সংকীর্ত্তনের বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করিলেন। সেই সময় শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে যে-সকল পদ গীত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ বিস্তৃত বর্ণন করিয়াছেন,—

"নগরে উঠিল মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল।
'হরি' বলি' ঠাঞি ঠাঞি নাচয়ে সকল॥
'হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম।'
'হরি' বলি' নাচয়ে সকল ভাগ্যবান্॥'

(চৈ ভা ম ২৩।২১৮-১৯)

"লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব্ব নবদ্বীপে যায়॥
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন'॥
কেহ কেহ নাচয়ে হইয়া এক মেলি'।
দশে-পাঁচে নাচে কাঁহা দিয়া করতালি॥"

(চৈ ভা ম ২৩।২২১-২৩)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের **আদি-সংকীর্ত্তনের** একটি পদ প্রচার করিয়াছেন,—

"নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
বেড়িয়া গায়েন চতুর্দ্দিকে অনুচর॥
'তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
সারঙ্গ-ধর, তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে॥' ধ্রু॥
চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি-সংকীর্ত্তন।
ভক্তগণ গায়, নাচে শ্রীশচীনন্দন॥"

(চৈ ভা ম ২৩।২৪০-৪২)

এই নগর-সংকীর্ত্তনে ভক্তগণের কীর্ত্তনের অন্য পদও শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

"বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরে নাচে সর্ব্ব নদীয়ায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ পুণ্য-কীর্ত্তি গায়॥
'হরি' বল' মুগ্ধ লোক, 'হরি' 'হরি' বল' রে।
নামাভাসে নাহি রয় শমন-ভয় রে॥' ধ্রু॥
—এই সব কীর্ত্তনে নাচয়ে গৌরচন্দ্র।
ব্রহ্মাদি সেবয়ে যাঁ'র পাদপদ্মদ্বন্দ্ব॥"

(চৈ ভা ম ২৩।২৬৮-৭০)

শ্রীমন্মহাপ্রভু নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া যখন কাজিকে দলন-পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখনও ভক্তগণের সহিত কিরূপ নাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীশ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্ব্ব-লোক-রায়।
সংকীর্ত্তন-রসে সর্ব্ব-গণে নাচি' যায়॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে, শঙ্খ-করতাল।
'রামকৃষ্ণ-জয়ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল॥'

* * *

'জয় কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালী।'
গায় সব নগরিয়া দিয়া হাতে তালি॥
জয়-কোলাহল প্রতি-নগরে-নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সাগরে॥"

(চৈ ভা ম ২৩।৪১৮-১৯, ৪২২-২৩)

বিভিন্নকালে নাম-সংকীর্ত্তন

শ্রীনবদ্বীপের তন্তুবায়-পল্লীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ নাম-সংকীর্ত্তন করাইয়াছিলেন, তাহার বর্ণন এইরূপ,—

"উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি জয়-কোলাহল।
তন্তুবায়-সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
নাচে সব-নগরিয়া দিয়া কর-তালি।
"হরি বল মুকুন্দ গোপাল বনমালী॥"

(চৈ ভা ম ২৩।৪৩৪-৩৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীলক্ষ্মীর ভাবে নর্ত্তনে শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে এইরূপে নাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

"কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
'রামকৃষ্ণ বল হরি গোপাল গোবিন্দ॥'"

(চৈ ভা ম ১৮।৩৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলাপ্রকটকালে যেরূপ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায় এইরূপ লিখিত আছে,—

"নত্বা গুরোঃ পাদযুগং নিবাসং, তস্মিন্ স চক্রে করুণাম্বুধির্হরিঃ।
শ্রীরাম-নারায়ণ-নাম-মঙ্গলং, গায়ন্ গুণান্ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ॥"

(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা ৩।২।৫)

শ্রীগৌরসুন্দর রাঢ়দেশে ভ্রমণকালে যে নাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে উক্ত কড়চায় এইরূপ লিখিত আছে,—

"মত্তকরীন্দ্রবৎ কাপি তেজসা ববৃধে ক্বচিৎ।
ক্বচিদ্ গায়তি **গোবিন্দ-কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি** সাদরম্॥"

(ঐ ৩।৩।৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশান্তিপুরে আগমন করিয়া যেরূপ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও পদকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যথাক্রমে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"সপার্ষদে নৃত্য করে' বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
এমত অপূর্ব্ব হয় পৃথিবী-ভিতর ॥
'হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই !'
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥"

(চৈ ভা অ ১।২৩৯-৪০)

"কি কহিব রে সখি ! আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥"
এই পদ গাওয়াইয়া হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ-কম্প-পুলকাশ্রু-হুঙ্কার-গর্জ্জন ॥"

(চৈ চ ম ৩।১১৪-১৫)

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে গমনকালে এইভাবে নামসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

"রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাম্ ॥
এবং কলপদং গায়ন্ হসংস্তত্ত্ববিদাম্বরঃ।
ইমান্ সু শিক্ষয়ন্ লোকান্ লোকানাং পালকোঽব্যয়ঃ ॥"

(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা ৩।৫।৫-৬)

"রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্ ॥'
এই শ্লোক সুমধুর স্বরে গায় পহুঁ।
প্রেমার আনন্দে গদগদ ভাষে লহুঁ ॥"

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, মধ্য ৯৩-৯৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীভুবনেশ্বরে এইভাবে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

"**শিব রাম গোবিন্দ**' বলিয়া গৌর-রায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়॥
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই' ভক্তবৃন্দ॥
শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে'।
নিজ-দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে॥"

(চৈ ভা অ ২।৩৯৮-৪০০)

"শ্রীরাম গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ বাসুদেব।
ইত্যাদি-নামামৃতপানমত্ত,-ভৃঙ্গাধিপায়াখিলদুঃখহন্ত্রে॥"

(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা ৩।৮।১৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীআলালনাথে এইরূপ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

"কেহ নাচে, কেহ গায় '**শ্রীকৃষ্ণ**' '**গোপাল**'।
প্রেমেতে ভাসিল লোক,—স্ত্রী-বৃদ্ধ-আবাল॥"

(চৈ চ ম ৭।৮১)

"কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি উবাচোচ্চৈর্মুহুর্মুহুঃ।
ক্ষণং বিলুঠতে ভূমৌ ক্ষণং মূর্চ্ছতি জল্পতি॥
ক্ষণং গায়তি **গোবিন্দ-কৃষ্ণ-রামেতি** নামভিঃ।
মহাপ্রেমপ্লুতং গাত্রমালালনাথ-দর্শনে॥"

(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা ৩।১৪।৩-৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে এইভাবে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

"মত্তসিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি' নাম-সংকীর্ত্তন॥

'কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে॥
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! পাহি মাম্॥
রাম ! রাঘব ! রাম ! রাঘব ! রাম ! রাঘব ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ ! কেশব ! কৃষ্ণ ! কেশব ! কৃষ্ণ ! কেশব ! পাহি মাম্॥
রাম ! রাঘব ! রাম ! রাঘব ! রাম ! রাঘব ! পাহি মাম্।
কৃষ্ণ ! কেশব ! কৃষ্ণ ! কেশব ! কৃষ্ণ ! কেশব ! রক্ষ মাম্॥'

এই শ্লোক পথে পড়ি' করিলা প্রয়াণ।
গৌতমী-গঙ্গায় যাই' কৈলা গঙ্গাস্নান॥"

(চৈ চ ম ৯।১৩-১৪)

"প্রভু কহে,—'সবে কহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি'॥
তোমা-সবার 'গুরু' তবে পাইবে চেতন।
সব বৌদ্ধ মিলি' করে' কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥
গুরু-কর্ণে কহে সবে 'কৃষ্ণ' 'রাম' 'হরি'।
চেতন পাঞা আচার্য্য বলে 'হরি' 'হরি'॥"

(চৈ চ ম ৯।৫৯-৬১)

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ পাহি নঃ॥"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ৭।১১)

"রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্॥

সংকীর্ত্তয়ন্নিথমমন্দমুচ্চৈঃ, পথি প্রকামং পুলকাচিতাঙ্গঃ।
আর্ত্তস্বরঃ কুত্র চ বীক্ষ্য ভীমং, বনং পরেশঃ পরিবোদিতি স্ম॥"
(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য)

"প্রচলন্ দক্ষিণদেশমুবাচ ইতি নৃত্যতি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥"
(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা ৩।১৪।৯)

"শ্রীরাম গোবিন্দ কৃষ্ণেতি গায়,-ন্নুত্তীর্য্য গোদাবরীমেব কৃষ্ণঃ।
বিবেশ শ্রীপঞ্চবটীবনং মহৎ, শ্রীরাম-সীতা-স্মরণাতি-বিহ্বলঃ॥"
(ঐ ৩।১৫।৬)

কাশীতে শ্রীবিন্দুমাধবের শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্য-কালে শ্রীচন্দ্রশেখর, শ্রীপরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া, শ্রীতপনমিশ্র ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু—এই চারিজন একত্র মিলিয়া যে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় আমরা এইরূপ দেখিতে পাই,—

"শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারিজন মিলি' করে' নাম-সংকীর্ত্তন॥
'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'
চৌদিকেতে লক্ষ লোক বলে' 'হরি' 'হরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি'॥"
(চৈ চ ম ২৫।৬২-৬৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ যে-কোন সেবাকার্য্যে কিরূপ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিতেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"স্নান করি' শুক্লাম্বর অতি সাবধানে।
সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে॥
তণ্ডুল সহিত তবে দিব্য-গর্ভ-থোড়।
আলগোছে দিয়া বিপ্র কৈলা করযোড়॥
'জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।'
বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতূহলী॥"

(চৈ ভা ম ২৬।১৫-১৭)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।১।১০৪) মধুরস্বরে উচ্চ শ্রীনামসংকীর্ত্তন বা গান করিবার কথা বর্ণন করিয়াছেন,—

"শ্রীমন্মদনগোপালপাদাব্জোপাসনাৎ পরম্।
নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রায়াদ্বাঞ্ছাতীত-ফলপ্রদাৎ॥"

সেই নামসংকীর্ত্তন কিরূপ, তৎপ্রসঙ্গে স্বকৃত-টীকায় (দিগদর্শিনী) বলিতেছেন—"কীদৃশাৎ? **নাম্নাং শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণ-গোবিন্দ-গোপালেত্যাদীনাং যৎ সম্যঙ্ মধুরস্বরগাথয়া কীর্ত্তনমুচ্চৈরুচ্চারণং তৎপ্রায়ো বহুলং যস্মিন্ তস্মাৎ।**"

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের এই সকল উদাহরণ অনুধাবন করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, মহামন্ত্র-কীর্ত্তন ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন অসংখ্যাতভাবে বাদ্যাদি-যোগে সকল সময় কীর্ত্তিত ও গীত হন, কিন্তু শ্রীমহামন্ত্র-কীর্ত্তনে কালাকাল, স্থানাস্থানের বিধি না থাকিলেও তাহা সংখ্যা রাখিয়া সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হইবেন। এজন্য নগর-সংকীর্ত্তন, বাদ্যাদিযোগে গান প্রভৃতি কীর্ত্তনের মধ্যে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের

কোন দৃষ্টান্ত পূর্ব্বোক্ত প্রামাণিক গ্রন্থে বা শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার প্রকট-কালীয় পার্ষদবৃন্দের আচরণে পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, শ্রীশ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌর-নামকীর্ত্তনের যে প্রণালী প্রচার করিয়াছেন বা শ্রীশ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত বা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের নাম-সংকীর্ত্তনের যে প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সংখ্যা রাখিবার কোনও বিধি প্রদান করেন নাই বা তদনুরূপ আচরণও প্রদর্শন করেন নাই। এই-সকল আচরণের দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে কেবল মহামন্ত্র-কীর্ত্তনেই সংখ্যা রাখিবার বিধি ও শ্রীশ্রীভগবানের অন্যান্য নাম-কীর্ত্তনে সেইরূপ বিধির অবকাশ নাই,—ইহা প্রমাণিত হইতেছে; কারণ, ঐ-সকল নাম কেবল শ্রীশ্রীহরিনাম বা শ্রীশ্রীহরিশক্তির নাম বলিয়াই বিদিত, তাঁহারা মন্ত্র নহেন। মহামন্ত্র কেবলমাত্র 'নাম' নহেন, তাহাতে 'মন্ত্র'-শব্দের প্রয়োগ আছে। সুতরাং তাহা সংখ্যাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেই হইবে।

মহামন্ত্রের তাৎপর্য্যদ্বয়

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'মহামন্ত্র'-শব্দটী দুই প্রকার অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন—(১) অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রসম্রাট্ গোপালমন্ত্র (এ-স্থানে 'মহামন্ত্রে'র অর্থ 'মন্ত্ররাজ'), (২) ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর। যথা:—

"মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ' সদা,—এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥

* * *

কিবা **মন্ত্র** দিলা, গোসাঞি, কিবা তা'র বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই **জপে,** তা'র কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥"

(চৈ চ আ ৭।৭২-৭৪, ৮১-৮৩)

মন্ত্ররাজ অষ্টাদশাক্ষর বা দশাক্ষর গোপালমন্ত্রই হউন, আর ষোলনাম বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্রই হউন—উভয়-অর্থে প্রযুক্ত মহামন্ত্রই জপ্য, ইহাই উক্ত পদ হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

ত্রিবিধ জপ

জপ ব্যতীত 'মহামন্ত্র' হয় না। সেই জপ ত্রিবিধ—(১) বাচিক, (২) উপাংশু ও (৩) মানস ; যথা শ্রীনারসিংহে—

"ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাত্তস্য ভেদান্নিবোধত
বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধা মতঃ।
ত্রয়াণাং জপযজ্ঞানাং শ্রেয়ান্ স্যাদুত্তরোত্তরঃ॥
যদুচ্চনীচস্বরিতৈঃ স্পষ্টশব্দবদক্ষরৈঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ॥
শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ।
কিঞ্চিচ্ছব্দং স্বয়ং বিদ্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ॥

ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা বর্ণাদ্বর্ণং পদাৎ পদম্।
শব্দার্থচিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ॥

তত্র চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ —

উপাংশুজপযুক্তস্য তস্মাচ্ছতগুণো ভবেৎ।
সহস্রো মানসঃ প্রোক্তো যস্মাদ্ধ্যানসমো হি সঃ॥"

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৭।১৫৫-১৫৯)

শ্রীশ্রীল-সনাতন-প্রভু-কৃতা টীকা—"উপাংশুজপযুক্তস্য জপঃ শতগুণঃ স্যাদ্বাচিকাজ্জপাচ্ছতগুণো ভবেদিত্যর্থঃ॥" ১৫৯॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে, জপযজ্ঞ ত্রিবিধ, তাহা অবধান কর:—বাচিক, উপাংশু ও মানস। এই ত্রিবিধ জপযজ্ঞ পরস্পর উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বাচিক হইতে উপাংশু শ্রেষ্ঠ, উপাংশু হইতে মানস শ্রেষ্ঠ। উচ্চ, নীচ ও স্বরিত-নামক স্বরযোগে সুপরিস্কৃত বর্ণদ্বারা স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইলে উহাকে 'বাচিক জপ' বলে। যে জপে মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ চালিত হইতে থাকে এবং কেবল নিজের শ্রুতিগোচর হয়, এইরূপে শব্দ উচ্চারিত হইলে উহাকে 'উপাংশু-জপ' বলে। নিজ বুদ্ধিযোগে এক বর্ণ হইতে অন্য বর্ণ এবং এক পদ হইতে অন্য পদের ও অর্থের যে চিন্তন, উহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির নাম 'মানস-জপ'। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—বাচিক-জপ হইতে উপাংশু-জপ শতগুণে ও মানস-জপ সহস্রগুণে প্রধান; কারণ, **মানস-জপ ধ্যানের সমান**।

শ্রীগৌরহরির বাচিক-জপ-লীলা

যে-স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরকে "হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-কৃতগ্রন্থিশ্রেণীসুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ"-রূপে বর্ণন করা হইয়াছে, তথায় তাঁহার **বাচিক-জপ**-লীলার কথাই বলা হইয়াছে।

অসংখ্যাত মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের প্রথা আধুনিক

শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার অনুগত সকল মহাজনের আচারে, বিচারে, সিদ্ধান্তে, বাণীতে, বৈধী ভক্তির আচরণে ও রাগমার্গীয় ভজনে অসংখ্যাত-ভাবে মহামন্ত্র জপ (কি বাচিক, কি উপাংশু, বা কি মানস) করিবার কোনও ব্যবহার বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। মৃদঙ্গ-করতাল-বাদ্যযোগেও শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবার কোনও সুপ্রাচীন প্রণালীর কথা শ্রুত হয় না। ন্যূনাধিক মাত্র ১৫০ বৎসর যাবৎ বাদ্যাদিযোগে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবার প্রথার উদ্ভব হইয়াছে,—ইহাই প্রাচীনগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীব্যাসস্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে,—"অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ" (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৭।১৩৫) অর্থাৎ সংখ্যা না রাখিয়া যে মন্ত্র জপ করা যায়, তাহা বিফল হয়।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-নিবাসি-শ্রীল-সিদ্ধ-কৃষ্ণদাস-বাবাজী-মহাশয়-(২য়)-কৃত 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনপদ্ধতি'-নামক পুঁথিতে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের নিত্য-প্রাত্যহিক-কৃত্য-সম্বন্ধে অবিকল এইরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়:—

"অথাপরাহ্ণকৃত্যম; তত্র **সংখ্যানির্ব্বন্ধনামগ্রহণম্**" অর্থাৎ শ্রী-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের অপরাহ্ণ-কৃত্য—সংখ্যা রাখিয়া নাম-গ্রহণ।

শ্রীধামবৃন্দাবনের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল বনমালি-লাল গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, শ্রীবৃন্দাবনে মাত্র কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে বাদ্যাদিযোগে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের প্রণালী দৃষ্ট হইতেছে; পূর্ব্বে এই প্রণালী ছিল না। গৌড়দেশে শ্রীমদ্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীমদ্ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ-প্রমুখ আধুনিক বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিগণও 'অসংখ্যাত-মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের প্রণালী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে পূর্ব্বে দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই' বলেন।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-নাম-কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-নাম-কীর্ত্তন-সম্বন্ধে আমরা এই-সকল আদর্শ প্রাপ্ত হই,—

"সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ সবে নাহি গায় ভূতবৃন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে বিমুখ যে জন।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূতগণ॥"

(চৈ ভা অ ১।৭১-৭২)

"অদ্যাপিহ দেখ **চৈতন্য-নাম** যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু-বিহ্বল সে হয়॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রু-গঙ্গা বয়॥
'কৃষ্ণনাম' করে' অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥"

*   *   *

"চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ-সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁ'রে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥

(চৈ চ আ ৮।২২-২৪, ৩১-৩২)

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য-নাম-সংকীর্ত্তনই প্রচার করেন,—

"নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার॥"

(চৈ ভা অ ৫।২২০)

"'চৈতন্য' সেব, 'চৈতন্য' গাও, লও 'চৈতন্য'-নাম।
'চৈতন্যে' যে ভক্তি করে', সেই মোর প্রাণ॥'
এইমত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল।
দীনহীন, নিন্দক—সবারে নিস্তারিল॥"

(চৈ চ ম ১।২৯-৩০)

শ্রীনীলাচলযাত্রী গৌড়ীয়গণ শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে' (১৪।২৯-৩০) এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"অথ তে শ্রীল-গৌরাঙ্গচরণ-প্রেমবিহ্বলাঃ।
তস্যৈব গুণনামাদি কীর্ত্তয়ন্তো মুদং যযুঃ॥
কীর্ত্তনং প্রাতরারভ্য সন্ধ্যায়ামথবা নিশি।
কুর্ব্বন্তি তেঽথ বিশ্রামং পথি কৃত্যং তথা ততঃ॥"

শ্রীনীলাচলে শ্রীটোটাগোপীনাথের প্রাঙ্গণে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু একসঙ্গে শ্রীগৌরনামরূপগুণলীলাকীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গদাধর।
ভাগবত-পাঠ ছাড়ি' আইলা সত্বর॥"

*　　*　　*

"তবে দুই প্রভু স্থির হই' একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সংকীর্ত্তনে॥"

(চৈ ভা অ ৭।১১৭, ১২৬)

শ্রীনীলাচলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর অভীষ্টানুসারে ভক্তগণ শ্রীগৌরনাম-সংকীর্ত্তন করেন,—

"একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত-প্রতি।
বলিলা পরমানন্দে মত্ত হই' অতি॥

'শুন ভাই সব, এক কর' সমবায়।
মুখ ভরি' গাই আজি শ্রীচৈতন্যরায়॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব্ব-অবতারময়—চৈতন্য-গোসাঞি॥"

(চৈ ভা অ ৯।১৫৭-৫৯)

"কেহ বলে,—'জয় জয় শ্রীশচীনন্দন।'
কেহ বলে,—'জয় গৌরচন্দ্র-নারায়ণ॥
জয় সংকীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌরগোপাল।
জয় ভক্তজনপ্রিয় পাষণ্ডীর কাল॥'
নাচেন অদ্বৈতসিংহ—পরম উদ্দাম।
গায় সবে চৈতন্যের গুণ-কর্ম্ম-নাম॥"

"জয় শ্রীগৌরসুন্দর, করুণাসিন্ধু,
জয় জয় বৃন্দাবনরায়া।
জয় জয় সম্প্রতি জয়, নবদ্বীপ-পুরন্দর,
চরণকমল দেহ' ছায়া॥

এই সব কীর্ত্তন করেন ভক্তগণ।
নাচেন অদ্বৈত ভাবি' শ্রীগৌরচরণ॥"

(চৈ ভা অ ৯।১৭০-৭২, ১৭৫-৭৬)

"কেহ বা ত্রিপুরা কেহ চাটিগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন॥

'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজ-ভক্তিরস-কুতূহলী ॥
জয় জয় পরমসন্ন্যাসিরূপধারী।
জয় জয় সংকীর্ত্তন-লম্পট-মুরারি ॥
জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠ বিহারী।
জয় জয় সর্ব্বজগতের উপকারী ॥
জয় কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন।'
এইমত গাই' নাচে শত-সংখ্য জন ॥"

(চৈ ভা অ ৯।২১৪-২১৯)

শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর এইরূপ শ্রীগৌর-নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন,—

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম সার।
অপরূপ কলপ-বিরিখ অবতার ॥
অযাচিত বিতরই দুর্লভ প্রেমফল।
বঞ্চিত নহি ভেল পামর সকল ॥
চিন্তামণি নহে সেই ফলের সমান।
আচণ্ডাল আদি করি' তাহা কৈলা দান ॥
হেন প্রভু না সেবিলে কোন কাজ নয়।
রাধামোহনে কয় ভজিলে সে হয় ॥"

(পদামৃতসমুদ্র, বহরমপুর সং, ৪৮৭ পৃঃ)

তিনি টীকায় লিখিয়াছেন,—"কলিযুগপাবনাবতারি-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভজনং বিনা যৎ কার্য্যং ন ভবতীত্যাশয়েনাহ—'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম সার' ইত্যাদি।"

নিখিল শিক্ষাগুরুবর্গের আচরণ

শিক্ষাগুরুর লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা তথা শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, ষড়্‌গোস্বামী, শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দ, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু তথা তাঁহাদের অনুগ-মণ্ডলীর আচার ও শিক্ষা হইতে, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক', 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত'-প্রভৃতি প্রমাণিক শাস্ত্রের প্রমাণ অর্থাৎ একাধারে স্বয়ং ভগবান্ ও সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্যের প্রমাণ মহামন্ত্রের সংখ্যা-পূর্ব্বক কীর্ত্তন ও জপের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন ; কোথায়ও অসংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের রীতি, প্রণালী বা উপদেশ নাই।

ছলযুক্তি ও তদুত্তর

উক্ত প্রমাণাবলীর দ্বারা নিঃশেষিতভাবে এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইলেও কেহ কেহ হেত্বাভাসের আশ্রয় করিয়া বলেন,—"মহামন্ত্র **অসংখ্যাত-ভাবে কীর্ত্তন করা যায় না,—এইরূপ নিষেধ-বাক্য ত' কোথায়ও নাই।**"

বস্তুতঃ শাস্ত্রের বা মহাজনের কোনও বিষয়ে **নিষেধাভাবে আদেশ** এবং **আদেশাভাবে নিষেধের অনুমানের** দ্বারা কখনও কোন সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় না। উহা হেত্বাভাস বা ছলযুক্তিমাত্র। সেই ছলযুক্তিবাদিগণকে কি প্রতিপ্রশ্ন করা যাইতে পারে না—"**মহামন্ত্র অসংখ্যাতভাবে কীর্ত্তন করিতে হইবে,—এইরূপ আদেশই** বা আপনারা শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনামাচার্য্য বা গোস্বামিবর্গের বাণীতে বা শাস্ত্রে **কোথায়** পাইয়াছেন ?" **বরং সংখ্যাতভাবে কীর্ত্তনেরই স্পষ্ট আদেশ আছে।** সুতরাং তাঁহাদের তদ্‌বিষয়ে আদেশাভাবে যেরূপ

নিষেধ আপনারা স্বীকার করিতেছেন না, তদ্রূপ নিষেধাভাবে আদেশও স্বীকৃত হইতে পারে না। সে স্থলে কেবলমাত্র অন্বয়ভাবে যে-সকল-স্পষ্ট উপদেশ ও আচরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই অনুসরণীয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—২) বলিয়াছেন,—

"মহাজনের যেই পথ, তা'তে হ'ব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।"

কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যভাগবতের ''ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ" (চৈ ভা ম ২৩৷৭৭)—এই প্রভূক্তি উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে নির্ব্বন্ধ-সহকারে অর্থাৎ সংখ্যা রাখিয়া ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর **জপ** করিবার আদেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ঐ নাম অসংখ্যাতভাবে কীর্ত্তন করিতে যখন নিষেধ করেন নাই, তখন তারকব্রহ্ম-নামের অসংখ্যাত কীর্ত্তন নিষিদ্ধ হইতে পারে না।

এই যুক্তি শ্রবণ করিয়া আর একটী প্রতিযুক্তি দিয়া কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"অকার পরে থাকিলে ইকারের স্থানে যকার হয়; কিন্তু ককার যে হয় না, তাহা বলা হয় নাই বলিয়া কি ককারও হইবে? এক বিষয়ে বিধি দিলে বুঝিতে হইবে যে, তদ্ব্যতীত অন্য সমস্ত বাধিত হইয়াছে।"

যাঁহারা অসংখ্যাতভাবে ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর কীর্ত্তন করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু গণনাবিধির দ্বারা কীর্ত্তন করিবার আদেশ করিয়াছেন, অতএব আমরা যখন অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন করি, তখন ইহাতে 'অষ্টপ্রহর' এই কাল-গণনা হইয়া গেল।

এই যুক্তির উত্তরে কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"যদি কাহাকেও বলা হয়—'এই টাকাগুলি গণনা করিয়া লও', তাহা হইলে কি তিনি 'ঐ টাকাগুলি অষ্টপ্রহর আমার ঘরে থাকিল, অতএব কালে গণনা হইয়া গেল'—এইরূপ ব্যবহার করেন?"

একটি কঠিন পূর্ব্বপক্ষ

আবার অস্মৎসম্প্রদায়ের কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন—'উপর্য্যুক্ত সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তি না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু আমাদের গুরুবর্গ অন্ততঃ যাঁহাদের কথা আমরা জানি,—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ—এই দুই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখেই অসংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র বহুবার বহুস্থলে কীর্ত্তনের উদাহরণ আছে ; ইহা কাহারও অস্বীকার বা গোপন করিবার উপায় নাই। এই দুই মহাপুরুষের আচরণ ও শিক্ষা কি অনুসরণীয় না হইয়া পরিবর্জ্জনীয় হইবে ?'

উত্তর

এই প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে সাবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে হইবে ; কারণ,—

"কা'কো ত্যজি, কা'কো বন্দি—দুঁহু পাল্লা ভারী।"

একদিকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বামী প্রভু, প্রভুর প্রকট-লীলাকালীন শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দ, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যাদি-প্রভুত্রয়, আর একদিকে আমাদের সাক্ষাৎ কৃপাদাতা প্রাণকোটিসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্ম। পাল্লার কোনদিকই কম-বেশী নহে। এখন ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে উপায় কি ? "তদাজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া" (চৈ চ ম ১০।১৪৫ ধৃত 'রঘুবংশ'-বচন)—এই নীতি-অনুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞাই অবিচারে পালন করিতে হইবে। কিন্তু আবার পূর্ব্বগুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যে বলিয়াছেন,—"মহাজনের যেই পথ, তাতে হ'বে অনুরত, **পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার**।" তিনি ত' কেবল পরবর্ত্তী

মহাজনের কথাই বিচার করিতে বলেন নাই, বা কেবল পূর্ব্ব মহাজনের কথাও বিচার করিতে বলেন নাই ; পূর্ব্বাপর উভয় মহাজনেরই মত বা সিদ্ধান্তের সঙ্গতি করিয়া মহাজনের পথে অনুরত অর্থাৎ অনুশীলনরত হইতে বলিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজ শ্রীগুরুদেবের আচরণের কথা তাঁহার লিখিত "আমার প্রভুর কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে 'শ্রীসজ্জন-তোষণী'-পত্রিকায় (১৯১৫, ১৮১ পৃষ্ঠায়) যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা উদ্ধার করিতেছি,—

"তাঁহার (শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর) গলদেশে তুলসীমালা, **হস্তে নির্ব্বন্ধকৃত নাম ও সংখ্যার জন্য তুলসীমালা** এবং বঙ্গভাষায় লিখিত কতিপয় শ্রীগ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। **কোন কোন সময় গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্নবস্ত্র-গ্রন্থিমালা,** উন্মুক্তকৌপীন নগ্নভাব, কারণরহিত বিতৃষ্ণা ও পারুষ্য প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়নগোচর হইয়াছে।"

আমাদের শ্রীপরমগুরুদেব নির্ব্বন্ধকৃত শ্রীনাম-সংখ্যার জন্য সর্ব্বক্ষণ শ্রীহস্তে শ্রীতুলসীমালা রাখিতেন ; এমন কি, সেই পরমহংসশিরোমণির যখন গলদেশে শ্রীতুলসীমালিকা ও হস্তে সংখ্যামালিকা পর্য্যন্ত থাকিত না, পরিধানে কৌপীন পর্য্যন্ত থাকিত না, তখনও তিনি মহামন্ত্রের সংখ্যা রাখিবার জন্য ছিন্নবস্ত্রগ্রন্থিমালা সংরক্ষণ করিতেন,—ইহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় আমরা শ্রবণ করিয়াছি। যিনি সর্ব্ব-বিষয়ে উদাসীন, সর্ব্বহারা অবধূত, যাঁহার কণ্ঠলগ্ন শ্রীতুলসীমালার প্রতি পর্য্যন্ত লক্ষ্য নাই, তিনি কিন্তু মহামন্ত্রের সংখ্যা রাখিতে উদাসীন হইতেন না। আমাদের এই প্রভুর আচরণ কি প্রমাণ করিতেছে ? শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ধারায়, শ্রীবড়্‌গোস্বামী প্রভুর ধারায় যদি আমরা শ্রীগুরুপারম্পর্য্য স্বীকার

করি, বা তাঁহাদিগকে 'পূর্ব্ব মহাজন' বলিয়া জানি, তবে কি তাঁহাদের আচরণের সহিত পরবর্ত্তী শ্রীগুরুবর্গের সিদ্ধান্ত ও আচরণের সঙ্গতি করিয়া আমরা ভজনে অনুরত হইব না? ইহাতে কি অপরাধ হইবে? অথবা পূর্ব্বগুরুবর্গের কোন কথাই বিচার না করিয়া কেবল সাক্ষাৎ মহান্ত গুরুবর্গের অনুসরণ করিলে গুরুভক্তি অধিক হইবে? এইরূপ কথা ত' কোন মহাজনের আচরণে ও শাস্ত্রের উপদেশে পাওয়া যায় না। আমরা যদি পূর্ব্বমহাজনের আচরণ ও উপদেশকে সম্মান করিবার জন্য কেবল সংখ্যাতভাবেই মহামন্ত্র গ্রহণ করি, অসংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র গ্রহণ না করি, তবে পূর্ব্ব-মহাজনেরও আদেশ পালন করা হইল এবং পরবর্ত্তী মহাজন বা সাক্ষাৎ মহান্ত-গুরুদেবেরও প্রতি অবজ্ঞার কোন কারণ থাকিল না; কারণ, আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ত' শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনামাচার্য্য, ষড়্গোস্বামী, শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরোত্তমাদি আচার্য্যবৃন্দ বা নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই অনুসরণকারী এবং সংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনেও তাঁহার নিষেধ নাই, বরং উপদেশই আছে। সুতরাং নির্ব্বন্ধকৃত শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়া আমরা আমাদের সাক্ষাৎ কৃপাদাতা শ্রীগুরুদেবের আদেশও পালন করিলাম, পরমগুরুদেবের আদেশও পালন করিলাম, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশও পালন করিলাম, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর, পরমেশ্বরী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, ষড়্গোস্বামী প্রভু, শ্রীশ্রীনিবাসাদি আচার্য্যত্রয় ও অন্যান্য শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দের শিক্ষা ও উপদেশ পালন করিতে পারিলাম; কিন্তু যদি গুরুবর্গের শিক্ষা ও আচরণের কথা জানিয়াও অতি গুরুভক্তির সজ্জা লইয়া প্রতিযোগিতামূলে অসংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র-গ্রহণের অভিনয় করি, তাহা হইলে সেইরূপ অভিনয়ের দ্বারা অপরাধই অনিবার্য্য। আমরা অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব পূর্ব্বাপর গুরুবর্গের—মহাজনগণের শ্রীচরণে যেন কোনওরূপ

অপরাধ না করি,—এই আন্তরিক প্রার্থনা তাঁহাদের শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের কৃপায় ও আনুগত্যে পূর্ব্বাপর বিচারপূর্ব্বক মহাজনের পথে অনুরত হইব। শ্রীশ্রীগুরুবর্গ আমাদিগকে সেই সুবুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া সতত রক্ষা করুন।

নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥

